রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২৬

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ২৯, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ জুলাই, ২০০৭ইং

নং ২৪-কৃষি/মুঃপ্রঃ-৫/মপবি,৩/২০০৫—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, ইংরেজীতে প্রণীত কৃষি শ্রমিক (ন্যূনতম মজুরী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন

সহকারী সচিব।



মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(মূল ইংরেজী আইন হইতে বাংলায় অনুদিত পাঠ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়

আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

**২৫৫-পাব।**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ তারিখে প্রণীত নিম্নবর্ণিত অধ্যাদেশ এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইল ঃ—

## কৃষি শ্রমিক (ন্যূনতম মজুরী) অধ্যাদেশ

## (১৯৮৪ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ)

### কৃষি শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরীর হার নির্ধারণকল্পে বিধান করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু কৃষি শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরীর হার নির্ধারণকল্পে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য বিধান করা সমীচীন;

সেইহেতু, এক্ষণে, ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চের ফরমান অনুসারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই অধ্যাদেশ কৃষি শ্রমিক (ন্যূনতম মজুরী) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) **"কৃষি শ্রমিক"** অর্থ কৃষিজাত শস্য উৎপাদনে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি, তবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না,—

(অ) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(আ) মজুরী পরিশোধ আইন, ১৯৩৬ (১৯৩৬ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (iii) তে বর্ণিত বাগানে কর্মরত কোন ব্যক্তি;

(ই) যে ব্যক্তি পারিবারিক শ্রমিক হিসাবে মাসিক মজুরীতে কার্য করেন;

(ঈ) কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত যে কোন ধরনের মৎস্য অথবা গবাদি পশু উৎপাদন ও বিক্রয়ের কার্যে কর্মরত কোন ব্যক্তি;

(উ) ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ) এ উল্লিখিত বর্গাদার।

(খ) **"মজুরী"** অর্থ চাকরির শর্তাবলী, ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত, পূরণ করা হইলে কোন ব্যক্তির নিয়োগের কারণে অথবা এইরূপ চাকরিতে কার্য করিবার কারণে পরিশোধযোগ্য সকল পারিতোষিক, তবে অনুরূপ ব্যক্তিকে তাহার চাকরির প্রকৃতির কারণে বিশেষ ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত কোন অর্থ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩। **কৃষি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী।**—কৃষি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরীর হার দৈনিক ৩.২৭ কিলোগ্রাম চাউল অথবা স্থানীয় বাজারে উক্ত পরিমাণ চাউলের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ হইবে।

(২) সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ধারা ৪ এর অধীন গঠিত কৃষি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী ও মূল্য পরিষদ এর সুপারিশক্রমে, উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরীর হার পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম মজুরীর হার পুনর্বিবেচনা করিয়া, বিভিন্ন এলাকা অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষি শ্রমিক অথবা বিভিন্ন ধরনের কৃষি শ্রমিকের জন্য পৃথক পৃথক ন্যূনতম মজুরীর হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিশেষ অবস্থার উদ্ভূত না হইলে, যেই তারিখে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারিত হইয়াছে উক্ত তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে কোন ন্যূনতম মজুরীর হার পুনর্বিবেচনা করা হইবে না।

৪। **কৃষি শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরী ও মূল্য পরিষদ গঠন।**—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কৃষি শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরী ও মূল্য পরিষদ নামে একটি পরিষদ গঠন করিতে পারিবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান এবং সরকার যতসংখ্যক প্রয়োজন মনে করিবে ততসংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠিত হইবে।

(৩) পরিষদ, সরকার কর্তৃক মতামতের জন্য প্রেরিত হইলে, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অনুসন্ধানের পর এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবন-ধারণের ব্যয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক নিয়ামকসমূহ (factors) বিবেচনা করিয়া সরকারের নিকট কৃষি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরীর হার সুপারিশ করিবে।

(৪) পরিষদ পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনাক্রমে, বিভিন্ন এলাকার জন্য, বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষি শ্রমিক অথবা বিভিন্ন ধরনের কৃষি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরীর পৃথক পৃথক হার সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৫) পরিষদ সুপারিশমালা প্রণয়নকালে, উপজেলা পরিষদের সুপারিশ, যদি থাকে, বিবেচনা করিবে।

৫। **ন্যূনতম মজুরী পরিশোধ।**—(১) কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন অথবা অধ্যাদেশ দ্বারা কৃষি শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম হারের চাইতে কম হারে কোন অনুরূপ কোন শ্রমিককে মজুরী প্রদান করিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই, একজন কৃষি শ্রমিককে এই অধ্যাদেশ দ্বারা অথবা অধীন নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরীর হারের চাইতে উচ্চতর হারে মজুরী প্রাপ্তি অব্যাহত রাখিবার অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি কোন সমঝোতা অথবা চুক্তির অধীন অন্য কোনভাবে তিনি শ্রমিকের জন্য প্রচলিত প্রথা অনুসারে উক্ত উচ্চতর হারে মজুরী প্রাপ্তির অথবা উক্তরূপ সুযোগ-সুবিধার উপভোগ অব্যাহত রাখিবার অধিকারী হন।

৬। **ক্ষতিপূরণ এবং আদায়ের পদ্ধতি**।—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৫ এর বিধান লংঘন করিলে, তিনি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অনুরূপ লংঘন না হইলে যে অর্থ প্রদান করিতে হইত, উহার অনধিক দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিবার জন্য দায়ী হইবেন।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোন কৃষি শ্রমিকের মজুরী এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা গ্রাম আদালতে চলিবে।

৭। **ন্যূনতম মজুরী সংরক্ষণ**।—কোন আদালত অথবা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট, এই অধ্যাদেশ দ্বারা অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত মজুরীর হার সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। **১৯৭৬ সনের ৬১ নং অধ্যাদেশ সংশোধন**।—গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৬১ নং অধ্যাদেশ) এর তফসিলের, দ্বিতীয় খন্ডে, আইটেম ৫ এর পর নিম্নোক্ত নূতন আইটেম সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"৬। **কৃষি শ্রমিককে পরিশোধযোগ্য মজুরী ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা**।"।

ঢাকা;
১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪।

**এইচ এম এরশাদ**, এনডিসি, পিএসসি
লেফট্যানেন্ট জেনারেল
রাষ্ট্রপতি।

---

**মুহাম্মদ আবুল বাশার ভূঞা**
উপ-সচিব (ড্রাফটিং)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, (উপ-সচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন, উপ-নিয়ন্ত্রক, (উপ-সচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।